বিশ্রামের আমন্ত্রণ

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠঃ *আদি ১:১-৩১; যাত্রা ২০:৮-১১; ১৬:১৪-৩১; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২-১৫; গীত ৯২।*

মুখস্থপদঃ "আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিবসকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিবসে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন" (আদি ২:৩)।

ঈশ্বরের পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্মাণ করার দৃশ্যটি কি আপনি কল্পনা করতে পারেন? যদি সম্ভব হয়, অন্ধকারের মধ্য থেকে প্রথমবারের মত আলো জ্বলতে শুরু করার দৃশ্যটি কল্পনা করতে চেষ্টা করুন। অথবা, আকাশে প্রথমবারের মত পাখিদের উড়ার দৃশ্য কল্পনা করুন। অথবা, আদমের প্রথম নিঃশ্বাস নেবার দৃশ্য কল্পনা করুন। অথবা, ঈশ্বরের হাতে পাঁজর থেকে তৈরি হয়ে হবার প্রথম বারের মত সপ্রাণ হয়ে ওঠার দৃশ্য কল্পনা করুন। কী চমৎকার দৃশ্য! আমরা আমাদের কল্পনায় আনতেও পারি না যে, ঈশ্বর এসব কীভাবে করলেন!

ঈশ্বর পরে কি করেন? প্রথম বারের মত সাগরের বিশাল তিমি মাছের লাফিয়ে চলা কিংবা প্রথম বারের মত পাখিদের উজ্জ্বল পালখ মেলে ধরার ন্যায় যে কাজগুলো ঈশ্বর করান তা আমাদের চোখে অপরূপ। ঈশ্বর স্বাভাবিকভাবে একটি দিন তৈরি করেন, সপ্তম দিন। পরে, ঈশ্বর দিনটিকে বিশেষত্ব দেন। মানবের ব্যস্ত জীবন শুরু হবার আগে কিংবা চাপ কি তা বুঝতে পারার আগে ঈশ্বর তাদের জন্য একটি দিন দেন যেন মানুষ বিশ্রাম স্মরণ করতে পারে। ঈশ্বর চান এই দিনে যেন আমরা থামি এবং জীবনকে উপভোগ করি। ঈশ্বর চান আমরা যেন ঈশ্বর প্রদত্ত ঘাস, বাতাস, জীবজন্তু, জল ও সহমানবের দান উপভোগ করি। সর্বোপরি, ঈশ্বর চান আমরা যেন যীশুর সঙ্গে সময় উপভোগ করি। ঈশ্বর হলেন প্রতিটি উত্তম দানের নির্মাতা।

বিশ্রামদিন হচ্ছে বিশ্রামের জন্য একটি আমন্ত্রণ। আদম ও হবা পাপে পতিত হবার পর, এই আমন্ত্রণ বাতিল হয়নি। আদম ও হবা এদন থেকে বিতাড়িত হবার পরও ঈশ্বর মানবকে প্রতি বিশ্রামবারে বিশ্রাম করার জন্য আমন্ত্রণ অব্যাহত রাখছেন। সে কারণে, ঈশ্বর বিশ্রামবারকে প্রতি সপ্তাহের একটি অংশ করেছেন।

বিশ্রামদিন হচ্ছে স্বয়ং সময়ের একটি অংশ। চলতি সপ্তাহে, আমরা প্রতি সপ্তম দিনে বার বার বিশ্রামের জন্য ঈশ্বরের আমন্ত্রণ বা আহ্বান নিয়ে ধ্যান করব।

রবিবার **আগস্ট ২২**

বিশ্রামের আগের প্রথম ছয়টি দিন (আদি ১:১-৩১)

পৃথিবীতে প্রাণের সূত্রপাত থেকে ঈশ্বর ছিলেন। তাঁর মুখের কথায় সমস্তকিছু দৃশ্যমান হল এবং শূন্য থেকে সমস্তকিছু সজীব হল। প্রথমে, ঈশ্বর রাত থেকে দিনকে আলাদা করেন। পরে, দ্বিতীয় দিনে তাঁর মুখের কথায় আকাশ ও জলরাশির উদয় হল। ঈশ্বর তৃতীয় দিনে শুকনো ভূমি ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। সুতরাং, ঈশ্বর সময়ের শুরু/সূত্রপাত করেন এবং প্রথম তিন দিনে শুষ্কভূমির উদয় হয়। তিন দিনে পৃথিবী পূর্ণ করার পর ঈশ্বর আরও তিন দিন ব্যয় করেন। চতুর্থ দিনে, দিনের বেলায় পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য সূর্য ও রাতে আলোকিত করার জন্য ঈশ্বর চন্দ্র সৃষ্টি করেন। বাইবেলের যুগে বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করত যে, সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে দেবতা। কিন্তু বাইবেল দেখায় যে, সূর্য ও চন্দ্র কোন দেবতা নয়। সূর্য ও চন্দ্র ঈশ্বরের আদেশ মানে।

৫ম ও ৬ষ্ঠ দিনে কি হয়েছিল সেটা মোশি আমাদের বলছেন (আদি ১:২০-৩১)। তিনি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেন। ঈশ্বরের সৃষ্ট পাখি, মাছ ও স্থলজ প্রাণি স্থান পূর্ণ করে।

ঈশ্বর তাঁর প্রতি দিনের সৃষ্টি সম্পর্কে কি বলেন? উত্তরের জন্য আদি ১:১-৩১ পদ পড়ুন।

ঈশ্বর পৃথিবীকে সুন্দর ও সম্পূর্ণ করেন। পৃথিবী জীবজন্তুর দ্বারা পূর্ণ হয়। প্রতি দিনের শেষে ঈশ্বর বলেন যে, তাঁর সৃষ্ট সবই 'উত্তম।'

ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা মানুষ কিসে আলাদা? উত্তরের জন্য আদি ১:২৬, ২৭ ও ২:৭, ২১-২৪ পদ পড়ুন।

ঈশ্বর নিচু হন এবং মাটি দিয়ে আকৃতি দিতে শুরু করেন। তিনি কাদামাটিকে একজন মানুষে রূপ দেন। ঈশ্বর মানুষকে স্বয়ং তাঁর প্রতিমূর্ত্তি দেন। এ ব্যাপারটি আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর আমাদের কতটা ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের কতটা কাছে থাকতে চান। ঈশ্বর আদমের নাকে নিঃশ্বাস প্রবেশ করান। তখন আদম সজীব হন। পরে, ঈশ্বর আদমের একটি পাজর দিয়ে হবাকে নির্মাণ

করেন। ঈশ্বর হবাকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেন যেটা আমাদের দেখায় যে, বিবাহিত দম্পতি কতটা ঘনিষ্ঠ হবে। স্বামী ও স্ত্রী আত্মায়, মনে ও দেহে এক হবে। ঈশ্বর বিবাহকে একটি উপহার হিসেবে দিলেন।

ঈশ্বরের কাজ যখন শেষ হল, তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্ট দেখলেন। "পরে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সকলই অতি উত্তম" (আদি ১:৩১)।

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে বর্তমান যুগের বেশির ভাগ লোকের মতবাদ অপেক্ষা বাইবেলের বিবরণ অনেক আলাদা। আমাদের বিশ্বাস প্রদর্শনের ব্যাপারে বাইবেলের উপর আমাদের কতটা নির্ভরশীল হতে হবে– সে-বিষয়ে এটি আমাদের কি দেখায়?

.....

.....

সোমবার **আগস্ট ২৩**

বিশ্রামের নির্দেশ (যাত্রা ২০:৮-১১)

পৃথিবী ও আকাশ 'অতি উত্তম' (আদি ১:৩১)। কিন্তু ঈশ্বরের কাজ এখনও শেষ হয়নি। বিশ্রাম ও একটি বিশেষ আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাজ শেষ হয়। ঈশ্বর সপ্তম দিনের বিশ্রামবারকে আশীর্বাদ করেন। "আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিবসকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিবসে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন" (আদি ২:৩)।

বিশ্রামবার হচ্ছে ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টির অংশ। ঈশ্বর বিশ্রামবারকে একটি 'স্থানে' পরিণত করলেন যেভাবে লোকেরা কাজ ত্যাগ করবে এবং মিলিত হবে। যেন সৃষ্টিকর্তা তাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতে পারেন।

পরিতাপের বিষয় হল, পাপ এলো এবং পৃথিবীতে প্রাণের বিষয়ে সমস্তকিছু বদলে দিল। আমরা আর মুখোমুখি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে পারলাম না। পাপ আমাদের জীবনকে কঠিন করেছে। নারী অসহ্য প্রসব বেদনায় সন্তান জন্ম দেয়। কাজ কঠিন হয়ে পড়ল। আমাদের বন্ধুত্ব বিশৃঙ্খলায় পরিণত হল। সত্ত্বেও, বিশ্রামদিন একটি চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞাই রয়ে গেল। বিশ্রামদিন আমাদের

দেখায় যে, কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা। বিশ্রামদিন আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করে যে, ঈশ্বর আমাদের আবার নতুন সৃষ্টি করবেন। পাপের পূর্বেই যদি বিশ্রামদিন এতটা গুরুত্ব পেয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে আমাদের বিশ্রামদিনের প্রয়োজন আরও কত বেশি!

আদম ও হবা পাপ করার এতগুলো বছর পর, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের মিসরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। পরে তিনি তাঁর লোকদের সপ্তম দিনের বিশ্রামবার সম্পর্কে আবার বলেন।

যাত্রা ২০:৮-১১ পদ পড়ুন। বিশ্রামদিন সম্পর্কে এবং এ-দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে এই আজ্ঞাটি আমাদের কি শিক্ষা দেয়? বিশ্রামদিন আমাদের এ-বিষয়ে কি বলে যে, আমাদের কিভাবে ও কখন সৃষ্টি করা হয়েছিল?

.....

.....

যাত্রা ২০:৮-১১ পদে, ঈশ্বর আমাদের স্মরণে রাখতে বলেছেন যে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। বর্তমানে বহু লোক বিশ্বাস করে যে, দৈবক্রমে এবং প্রাকৃতিক শক্তির কারণে আমরা সৃষ্টি হয়েছি, এবং প্রকৃতি আমাদের প্রতি যত্নশীল নয়। কিন্তু বাইবেল দেখায় যে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর আমাদের বন্ধু হতে চান। ইস্রায়েল জাতি নিঃসন্দেহে এ সংবাদ পেয়ে অবাক হয়েছিল। তারা ছিল কৃতদাস। মিসরীয়রা ইস্রায়েল-সন্তানদের এমন এক উপলব্ধি জাগিয়ে ছিল যে, তারা কোনভাবে মূল্যবান নয়। কিন্তু ঈশ্বর মিসরীয়দের চিন্তাকে তোয়াক্কা করেননি। তিনি তাঁর সন্তানদের ভালবেসে গেলেন। প্রতি বিশ্রামদিনে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের স্মরণ করতে বলেন যে, তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন।

"বিশ্রামদিন আমাদেরকে পৃথিবীতে কৃত ঈশ্বরের কাজ দেখায়। সুতরাং, বিশ্রামদিন হচ্ছে একটি চিহ্ন কিংবা রূপক। এই চিহ্ন আমাদেরকে যীশুর প্রেম ও পরাক্রম দেখায়।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *দ্যা ডিজায়ার অব্ এজেস*, পৃষ্ঠা: ২৮১।

কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, এটা স্মরণে রাখা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

.....

.....

মঙ্গলবার **আগস্ট ২৪**

নতুন ও চমৎকার সুযোগ (যাত্রা ১৬:১৪-৩১)

৪০ বছর পর, ইস্রায়েল সন্তানদের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক মারা গেল। তাদের সন্তানদের মরুভূমি বিচরণ শেষ হল। সন্তানেরা ছিল পিতৃপুরুষদের থেকে ভিন্ন। সন্তানেরা তাদের পিতামাতাদের কৃত ভুল-ভ্রান্তিগুলো দেখেছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা দেখেছিল যে, তাদের পিতামাতাদের কোন বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং, ছেলেমেয়েরা তাদের অভিভাবকদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মরুভূমিতে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

ইস্রায়েল সন্তানদের নতুন প্রজন্ম বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ দেখেছিল। তাদের শিবিরের কেন্দ্রে সন্তানদের আরাধনার তাঁবু ছিল। তারা প্রতিদিন সেই মেঘস্তম্ভ দেখেছে যে মেঘস্তম্ভে ঈশ্বর উপস্থিত ছিলেন এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। মেঘস্তম্ভ যখন এগিয়ে গেছে, তখন ইস্রায়েল জাতি বুঝেছে যে, এখন তাদের মালপত্র গোছাতে হবে এবং মেঘস্তম্ভ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে। মেঘস্তম্ভ দিনের বেলা ইস্রায়েল সন্তানদের ছায়া দিয়েছে। রাতের বেলা মেঘস্তম্ভ উজ্জ্বল হয়েছে। মেঘস্তম্ভ তাদেরকে আলো ও উত্তাপ দিয়েছে। মেঘস্তম্ভ তাদেরকে সর্বদা স্মরণে রাখতে সাহায্য করেছে যে, ঈশ্বর তাদের ভালবাসেন ও যত্ন নেন।

বিশ্রামবারে বিশ্রাম করার বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দিতে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে আর কি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন? উত্তরের জন্য পড়ুন যাত্রা ১৬:১৪-৩১ পদ।

আপনি কি দেখছেন, কিভাবে এই পদগুলো দেখাচ্ছে যে, সীনয় পর্বতে দশ আজ্ঞা দেবার আগে কিভাবে সপ্তম দিনের বিশ্রামবার পালিত হত?

.....

তাহলে, যাত্রা ১৬:১৪-৩১ পদে কি হচ্ছে?

ঈশ্বর মরুভূমিতে তাঁর লোকদের বিশেষ খাবার দিয়েছেন। সে খাবার হল মান্না। ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতিদিন মান্না দিতেন। মান্না লোকদেরকে প্রতিদিন স্মরণ করতে সাহায্য করত যে, তিনি তাদের প্রতি যত্নশীল। অত্যন্ত বাস্তব উপায়ে, মান্নার অলৌকিক ঘটনা ইস্রায়েল জাতিকে দেখিয়েছে যে, ঈশ্বর তাদের অভাবের তত্ত্বাবধান করেন। প্রতিদিন আকাশ থেকে মান্না পড়ত। পরে সূর্যোদয় হলে মান্না গলে যেত। যেকোন সময় মান্না সংগ্রহ করে কেউ যদি পরের দিনের জন্য জমিয়ে

রাখত, তখন কি হত? মান্না পঁচে যেত ও দুর্গন্ধ ছড়াত। কিন্তু শুক্রবারে বিস্ময়কর কিছু ঘটত। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে শুক্রবার ও শনিবারের জন্য যথেষ্ট মান্না দিতেন। শুক্রবারের বেঁচে যাওয়া মান্না বিশ্রামদিনেও সতেজ থাকত!

এ সময়ে, ইস্রায়েল জাতি লেবীয় ও গণনা পুস্তকের লিখিত ব্যবস্থা পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মোশি চেয়েছিলেন, লোকেরা স্মরণে রাখুক যে, তারা কে বা কারা এবং ঈশ্বর কেন তাদের মনোনয়ন করেছেন। মোশি চাননি যে, লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মত একই ভুল করুক। তাই, মোশি তাদের প্রত্যেককে একত্রে ডাকলেন। তিনি তাদেরকে আবার তাদের ইতিহাস বললেন। তিনি তাদেরকে ঈশ্বর প্রদত্ত ব্যবস্থা দিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৬-২২ পদ পড়ুন)।

বুধবার **আগস্ট ২৫**

বিশ্রামের আরেকটি কারণ (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২-১৫)

ইস্রায়েল জাতি যর্দন নদীর পূর্ব তীরে শিবির স্থাপন করেছিল। ইস্রায়েল জাতি শিবিরের জন্য যে ভূমি অধিকার করেছিল, সে-ভূমি ছিল বাশন ও ইমোরীয় দুই রাজার। মোশি লোকদেরকে পরে এই বিশাল যুদ্ধগুলোর বিষয়ে বলেন। মোশি লোকদের বলেন যে, তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে ঈশ্বর সীনয়ে যে চুক্তি করেছিলেন, তা যেন ইস্রায়েল জাতি স্মরণে রাখে। এই চুক্তি কেবল তাদের পিতামাতাদের জন্য ছিল না। এই চুক্তি ছিল তাদের জন্যও। পরে মোশি আবারও দশ আজ্ঞা বলেন।

বিশ্রামবারের নির্দেশ সম্পর্কে যাত্রা ২০:৮-১১ ও দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২-১৫ পদ আমাদের কি দেখায়? একটি অন্যটি থেকে কিসে আলাদা?

যাত্রা ২০:৮ পদে, আদেশ শুরু হচ্ছে 'স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও' কথাটি দিয়ে। দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২ পদ শুরু হচ্ছে 'পালন করিয়া পবিত্র করিও' কথাটি দিয়ে। যাত্রা ২০:৮ পদে, ঈশ্বর তাদের স্মরণ করাচ্ছেন যে, তারা দাস ছিল। ইস্রায়েল জাতির এই নতুন প্রজন্ম ৪০ বছর প্রান্তরে কাটিয়েছিল। তারা স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু এটি কেবল এ-কারণে সম্ভব হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদের পিতৃপুরুষদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। বিশ্রামদিনের আদেশ এই সন্তানদের স্মরণে রাখতে সাহায্য করেছিল যে, ঈশ্বর তাদের পিতৃপুরুষদের মুক্ত করেছিলেন: "স্মরণে রাখিও, মিসর দেশে তুমি দাস ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বলবান হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা তথা হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন; এই জন্য

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিশ্রামদিন পালন করিতে তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৫)।

এবার, ইস্রায়েল সন্তানেরা দ্বিতীয় বারের মত প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমানায় দাঁড়াল। ৪০ বছর আগে তাদের পিতৃপুরুষদের অপেক্ষা এই প্রজন্ম ছিল অসহায় ও দুর্বল। তাদের পিতৃপুরুষদের যেমন ঈশ্বরের সাহায্য দরকার ছিল, ইস্রায়েল জাতির এই নতুন প্রজন্মেরও ঠিক একই সাহায্যের দরকার ছিল।

বিশ্রামবার ইস্রায়েল জাতিকে স্মরণে রাখতে সাহায্য করেছিল যে, যিনি তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন, সেই একই ঈশ্বর তাদেরকে দেশটি বিজয়ে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু প্রথমে, ঈশ্বর চাচ্ছেন যে, তার লোকেরা বিশ্রামদিন স্মরণ করুক, কারণ বিশ্রামদিন দেখায় যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের মুক্ত করেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৫)। নিঃসন্দেহে, দ্বিতীয় বিবরণ ৫ অধ্যায়ে বর্ণীত বিশ্রামবারের আদেশ লোকদের দেখায় যে, ঈশ্বর তাদেরও সৃষ্টি করেছেন। মিসরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার পর ঈশ্বর বিভিন্ন ভাবে তাঁর লোকদের নবায়ন/সংশোধন করেছেন (এ বিষয়ে আরও জানতে যিশাইয় ৪৩:১৫ পদ পড়ুন)।

যাত্রা পুস্তকের বর্ণনা হচ্ছে পাপ থেকে স্বাধীন হবার একটি রূপক। আমরা দেখতে পারি, বিশ্রামদিন হচ্ছে একটি রূপক যা আমাদেরকে যীশুর সাধিত কাজ ও আমাদের উদ্ধার দেখায়। অর্থাৎ, বিশ্রামদিন আমাদের আসলে যীশুকে দেখায়।

যোহন ১:১-১৩ পদ পড়ুন। যীশু যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের উদ্ধার করেছেন, তাঁর সম্পর্কে এই পদগুলো আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

.....

বৃহস্পতিবার **আগস্ট ২৬**

বিশ্রামদিন পালন (গীত ৯২)

ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে বিশ্রামদিন পবিত্র বলে পালন করতে আদেশ করছেন।

বিশ্রামদিন পবিত্র বলে পালন করার জন্য আমরা কি করব? উত্তরের জন্য গীত ৯২ অধ্যায় এবং যিশাইয় ৫৮:১৩ পদ পড়ুন।

যখন আমরা বিশ্রামদিন পালন করি, তখন আমরা পৃথিবীতে ও আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাধিত কাজ উপভোগ করি। ত্রাণকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের কাজও আমরা স্মরণ করি। সুতরাং, বিশ্রামদিন হতে হবে একটি আনন্দপূর্ণ সময়। প্রভুতে আমাদের আনন্দ করতে হবে। বিশ্রামদিন বিষণ্নতা ও মনমরা একটি মুহূর্ত যেন না হয়।

বিশ্রামদিন স্মরণ করার মানে কি? আমরা সপ্তমদিনে বিশ্রামবার স্মরণ শুরু করতে পারি না। দীর্ঘ সপ্তাহ্ ধরে আমাদের বিশ্রামদিন স্মরণ করতে হবে। সারা সপ্তাহ্ আমাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আগে থেকেই আমাদের পরিকল্পনা থাকতে হবে যেন যথা সময়ে কাজ বন্ধ করতে পারি। পরে, যখন বিশ্রামদিন উপস্থিত হয়, তখন যেন আমরা তা পবিত্ররূপে পালন করতে পারি। শুক্রবারে আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে (মার্ক ১৫:৪২)। তাহলে আমরা বিশ্রামদিন আরও বেশি উপভোগ করতে পারব।

লেবীয় ১৯:৩ পদ আমাদেরকে বিশ্রামদিন পালনের কি গুরুত্বপূর্ণ অংশ/দিক দেখায়?

বিশ্রামদিন হচ্ছে পরিবারের জন্য একটি সময়। সুতরাং, বিশ্রামদিন পালন মানে হচ্ছে, আমাদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সময় যাপন। যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করে এবং যারা আমাদের জন্য কাজ করে এবং এমনকি আমাদের জন্য শ্রম প্রদানকারী পশুগুলোও বিশ্রামবারের বিশ্রামে সম্পৃক্ত থাকবে (যাত্রা ২০:৮-১১ পদ দেখুন)। বিশ্রমবার ও পরিবার এক সুতোয় বাধা।

বিশ্রামবার পালনের আরও মানে হচ্ছে মাণ্ডলীক পরিবার নিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করা। যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তিনি লোকদের সঙ্গে ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন। যীশু আরাধনায় লোকদেরকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। (এ-বিষয়ে আরও বেশি জানার জন্য লেবীয় ২৩:৩; লূক ৪:১৬ ও ইব্রীয় ১০:২৫ পদ পড়ুন)।

সারা সপ্তাহ্ ধরে আমরা অধিকন্তু তাড়াহূড়ো ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকি। মনে হয় যেন আমাদের জীবন খুব দ্রুত এগোচ্ছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ের গভীরে প্রকৃত বিশ্রামবারের বিশ্রামের জন্য একটি টান/বাসনা রয়েছে। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন,আমরা তাঁর সঙ্গে সময় যাপন করতে চাই: যীশু। সুতরাং, আমাদের সমস্ত দেন-দরবার আগেই সমাপ্ত করার বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপনের পরিকল্পনা করতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব

শক্তিমন্ত হবে। তখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সত্যিকারের বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি।

বিশ্রামবার পালন এবং বিশ্রামবার পালন হেতু প্রাপ্ত আশীর্বাদ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি?

.....

.....

শুক্রবার **আগস্ট ২৭**

অতিরিক্ত আলোচনা: "ঈশ্বর মানুষকে বিশ্রামদিন দিলেন যেন মানুষ মনে রাখে যে, তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা। ঈশ্বর আমাদের বিশ্রামদিন দিলেন যেন, আমরা তাঁর সৃষ্টি সমস্ত কিছু দেখতে পাই। বিশ্রামদিন হচ্ছে একটি আমন্ত্রণ/আহ্বান। বিশ্রামদিন আমাদেরকে প্রকৃতিতে ঈশ্বরের বিস্ময়/মহিমা দেখার আমন্ত্রণ জানায়...। বিশ্রামের পবিত্র দিনে, অন্য যেকোন দিন অপেক্ষা, প্রকৃতিতে ঈশ্বরের লিখিত বাক্য আমাদের আরও বেশি ধ্যান করতে হবে...। আমরা প্রকৃতির মর্মমূলে যত বেশি প্রবেশ করি, যীশু আমাদের ততবেশি নিবিড়ভাবে দেখান যে, তিনি বিরাজমান। যীশু আমাদের হৃদয়ে তাঁর শান্তি ও প্রেম বিষয়ে কথা বলেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *খ্রাইস্ট'স অবজেক্ট লেশন্স*, পৃষ্ঠা: ২৫, ২৬।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। কিছু খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাস করে যে, কোটি কোটি বছর আগে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। পরে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে ঈশ্বর আমাদের বর্তমান সময়ে দেখা গাছপালা ও জীবজন্তুর বিবর্তন ঘটালেন। পরিতাপের বিষয় হল, কিছু অ্যাড্ভেন্টিস্টও প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ক এই মতবাদও গ্রহণ করছে। বিশ্রামদিন আমাদের কিভাবে দেখায় যে, এই ভ্রান্ত ধারণা সেভেন্থ ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট শিক্ষামালার সঙ্গে কখনও একমত নয়? বাইবেল আমাদের দেখায় যে, আক্ষরিক ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর বিশ্রামদিন সৃষ্টি করলেন, ঠিক? তাহলে, প্রাণের উৎপত্তির কোটি কোটি বছর পর কেন আমরা ২৪ ঘণ্টার পবিত্র বিশ্রামদিন পালন উপেক্ষা করব?

২। কিছু লোক বিতর্ক করে বলে যে, আমরা কোন্ দিনটি পবিত্র বলে পালন করব, সেটা নিয়ে ঈশ্বরের আপত্তি নেই। তারা বলে, 'মোট কথা একটি দিন পবিত্র বলে পালন করলেই হল, ঠিক?' এই লোকদের আপনি কি জবাব দিবেন? অন্য কিছু লোক বলে যে, যীশু নিজেই আমাদের বিশ্রামদিনের বিশ্রাম।

'সুতরাং, কোন একটি দিনকে আমাদের বিশ্রামের দিন বলে পালন করার দরকার নেই।' এই লোকদের কি জবাব দিবেন?

৩। আমাদের পবিত্র বিশ্রামদিন পালন কিভাবে দেখায় যে, ঈশ্বর আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করছেন? একই সঙ্গে, বিশ্রামদিনে আমরা কি করব কি করব না, কিভাবে আমরা এই বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পারি?

৪। বিশ্রামদিন পালনের এই দুটি ভিন্ন কারণ নিয়ে আমরা চিন্তা করি। (১) কিছু লোক বলে যে, সপ্তম দিনের বিশ্রামবার পালন করার মানে হচ্ছে, আসলে আমাদের সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গ লাভের চেষ্টা করা। (২) অন্য কিছু লোক বলে যে, যখন আমরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করি, তখন আমরা দেখাই যে, আমরা নিজেদেরকে একদম রক্ষা/উদ্ধার করতে পারি না। আমাদের রক্ষা করার জন্য আমরা যীশুর উপর নির্ভর করি। প্রথমটি মিথ্যা কেন এবং দ্বিতীয়টি মিথ্যা নয় কেন?